Press Release

Embassy of Bangladesh in Washington D.C launches e-passport services

Washington D.C., 17 September 2021:

The Embassy of Bangladesh in Washington D.C has introduced the electronic passport (e-passport) services today for catering to the needs of Bangladeshi diaspora in the USA. Ambassador of Bangladesh M Shahidul Islam and Secretary of Security Services Division of the Home Ministry Md. Mokabbir Hossain jointly inaugurated the services at the Embassy in Washington.

Secretary of Security Services Division Md. Mokabbir Hossain while speaking in the event, stated that e-passport being the latest technology leaves no chance of fraudulence and hence it will be appreciated by all countries. He highlighted that many developed countries have not yet been able to implement this e-passport system and Bangladesh is the first in South Asia to do so. The Secretary also mentioned that synchronizing with the e-passport system, the government has already established e-Gates in the international airports of Dhaka, Chittagong, and Sylhet which will ease the immigration procedures of passengers.

Bangladesh Ambassador to the USA underscored the visionary leadership of the Honorable Prime Minister for successful implementation of e-passport service as another landmark event of her attaining-"Digital Bangladesh". He hoped that the introduction of e-passports, in the year of 50thanniversary of our independence and Birth Centenary of our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, would reduce the sufferings of Bangladeshi diaspora living all over the world. He also stated that as pledged by the Government, the progression of this service from hand-written to electronic took a short span of time. He emphasized the effective coordination between the Department of Immigration and Passport (DIP) and the missions abroad for rendering optimum services to the Bangladesh diaspora. The Ambassador thanked the Security Services Division and Department of Immigration and Passport (DIP) for considering the commencement of e-passport services at the Embassy of Bangladesh in Washington D.C as well as two Consulate General offices in New York and Los Angeles at the initial phase of introducing the new system.

Project Director of e-Passport project, Brigadier General Mr. Saidur Rahman Khan noted that after the inauguration of the e-passport system by the Honorable Prime Minister on 22 January 2021, Department of Immigration and Passport (DIP) has already distributed 10 lakh e-passports in the country. He also mentioned that all the passport offices of the country were brought under the e-passport system at the end of June 2021 and now the system is being extended to Bangladesh missions abroad.

The electronic passport (e-passport) system was officially launched by receiving two application forms by two applicants. It may be mentioned that the e-passport system was earlier inaugurated in the New York Consulate on 10 September and the Embassy of Bangladesh in Washington is the fourth in line after introducing it in Berlin and Athens.

ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

ওয়াশিংটন ডিসি, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১:

ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসীদের চাহিদা পূরণের জন্য ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট (ই-পাসপোর্ট) সেবা চালু করেছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মোঃ মোকাব্বির হোসেন যৌথভাবে ওয়াশিংটন দূতাবাসে উক্ত সেবার উদ্বোধন করেন।

সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মোঃ মোকাব্বির হোসেন তাঁর বক্তব্যে পূর্বে প্রচলিত হাতে লেখা এবং মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের কিছু সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে বলেন নতুন প্রচলিত ই-পাসপোর্ট বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির হওয়ায় এতে জালিয়াতির কোন সুযোগ নেই যার ফলে বহির্বিশ্বে এই পাসপোর্টধারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। তিনি উল্লেখ করে, বিশ্বের অনেক উন্নত দেশ এখনও ই-পাসপোর্ট এর প্রচলন করতে পারেনি এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম ই-পাসপোর্ট সেবা চালু করেছে। তিনি আরো বলেন বর্তমান সরকার ইতিমধ্যেই ঢাকা, সিলেট এবং চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে ই-গেইট স্থাপন করেছে যা যাত্রীদের ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়াকে আরো সহজতর করবে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে ই-পাসপোর্ট সেবা সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের একক

কৃতিত্ব হিসেবে উল্লেখ করেন এবং এটি তার “ডিজিটাল বাংলাদেশ” বিনির্মানের আরেকটি যুগান্তকারী মাইলফলক হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, আমাদের স্বাধীনতার ৫০তম বার্ষিকী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে ই-পাসপোর্ট প্রবর্তন সারা বিশ্বে বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের ভোগান্তি হ্রাস করবে। তিনি আরও বলেন, সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুসারে, হাতের লেখা থেকে ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট - এই পরিষেবার অগ্রগতিতে স্বল্প সময় লেগেছে। তিনি বাংলাদেশি অভিবাসীদের সর্বোত্তম সেবা প্রদানের জন্য ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়াও তিনি বিদেশে অবস্থিত সকল মিশনের মধ্যে বাংলাদেশ দূতাবাস, ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রাথমিক পর্যায়ে ই-পাসপোর্ট সেবা চালু করার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য সূরক্ষা সেবা এবং ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ জানান।

প্রকল্প পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাইদুর রহমান খান উল্লেখ করেন যে, ২০২১ সালের ২২ জানুয়ারি তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ই-পাসপোর্ট সেবা উদ্বোধনের পর ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ইতিমধ্যে দেশে ১০ লাখ ই-পাসপোর্ট বিতরণ করেছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, ২০২১ সালের জুনের শেষে দেশের সব পাসপোর্ট অফিস ই-পাসপোর্ট সেবার আওতায় আনা হয় এবং বর্তমানে এই সেবাটি বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে সম্প্রসারিত হল।

পরিশেষে দুইজন আবেদনকারীর আবেদনপত্র গ্রহণের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট (ই-পাসপোর্ট) সেবা আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। উল্লেখ্য, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে নিউইয়র্ক কনস্যুলেটে ই-পাসপোর্ট সেবা উদ্বোধন করা হয়। এছাড়াও বার্লিন এবং এথেন্সে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে

ইতোপূর্বে উক্ত সেবা চালু হওয়ার প্রেক্ষিতে চতুর্থতম হিসেবে ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট (ই-পাসপোর্ট) সেবা চালু হল।